যায়যায়দিন

তারিখ 30 MAR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক স্কুল পুলে জনপ্রশাসনের আপত্তি

এম মামুন হোসেন

সরকারি প্রাথমিক স্কুলে 'শিক্ষক পুল' গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তি তুলেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। শিক্ষক নিয়োগে 'লিভ রিজার্ভ' পদ সৃষ্টির প্রস্তাবের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ক্যাডার সার্ভিসের জন্য এ ধরনের পদ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে 'শিক্ষক পুল' গঠনে 'লিভ রিজার্ভ' পদ সৃষ্টি আইনসম্মত হবে না। লিভ রিজার্ভ পদ সৃজনের পূর্বে নীতিমালায় তা অন্তর্ভুক্তিরও কোনো সুযোগ নেই। 'প্রাথমিক শিক্ষক পুল' গঠনে ১০ শতাংশ লিভ রিজার্ভ পদ সৃজন ছাড়া অস্থায়ী পদ সৃষ্টির বিকল্প কোনো পন্থা আছে কি-না, তা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে জানতে চেয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

দেশের ৩৭ হাজার ৬৭২টি সরকারি প্রাথমিক স্কুলে ১ লাখ ৮০ হাজার সহকারী শিক্ষক রয়েছেন। এই শিক্ষকদের বিপরীতে ১০ শতাংশ হারে ১৮ হাজার লিভ রিজার্ভ পদ সৃষ্টির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। জানা গেছে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০ শতাংশ মহিলা কোটায় নিয়োগপ্রাপ্তরা ৬ মাস করে চাকরিকালীন দুইবার মাতৃত্বকালীন ছুটি পান। স্থায়ীভাবে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা নিয়মিত ছুটিতে ও প্রশিক্ষণ কোর্সে থাকার কারণে সৃষ্ট সাময়িক শূন্য পদগুলো পূরণে সরকার প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক পুল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। এসব কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের এই সাময়িক ঘাটতি পূরণ

আপত্তি : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

আপত্তি : জনপ্রশাসনের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করতে শিক্ষকদের বিপরীতে ১০ শতাংশ হারে লিভ রিজার্ভ পদ সৃষ্টির জন্য 'শিক্ষক পুল' করা হয়। গত বছরের ১৪ আগস্ট প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ করা হয়। তাতে উত্তীর্ণ ১২ হাজার ৭০১ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। একই সঙ্গে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য শূন্যপদের বিপরীতে প্রার্থী নির্বাচনের পর অবশিষ্ট প্রার্থীদের মধ্য থেকে ১৫ হাজার ১৯ জনকে উপজেলা বা থানাওয়ারি প্রাথমিক শিক্ষক পুল (চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ কাঠামো) গঠনের জন্য নিয়োগের সুপারিশ করে মন্ত্রণালয়। তবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের টানাপড়েনে বিপাকে পড়েছেন ১৫ হাজার চাকরিপ্রার্থী।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা জানান, সরকারি, রেজিস্টার্ড, বেসরকারি এবং কমিউনিটি স্কুলের শিক্ষক সাময়িক ছুটিতে থাকলে তার বিপরীতে বিকল্প শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় এই 'শিক্ষক পুল' গঠন করার সুপারিশ করা হয়। প্রশিক্ষণ এবং মাতৃত্বকালীন ছুটির কারণে প্রাথমিক স্কুলে তৈরি হওয়া শূন্যপদ পূরণে পুল থেকে শিক্ষক নেয়া হবে। 'কাজ নেই সম্মানী নেই' ভিত্তিতে দেশের পৌর ও মেট্রোপলিটন এলাকাসহ ৪৮১টি উপজেলায় গড়ে ৪০ জন হিসাবে ২০ হাজার শিক্ষককে এ পুলে নিয়োগ দেয়ার কথা ছিল। এসব শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের জন্য প্রতি মাসে নির্দিষ্ট হারে সম্মানী পাবেন। প্রতিটি পুল ৬ মাসের জন্য প্রযোজ্য হবে। এরমধ্যে প্রকৃত দায়িত্বে নিয়োগ হলে পুলের শিক্ষকরা ১০ ভাগ লিভ রিজার্ভ কোটায় নিয়মিত চাকরি পাবেন। যেসব জেলায় এ ১০ ভাগ লিভ রিজার্ভ কোটা পূরণ হবে, সেসব জেলায় পুলের বিলুপ্তি ঘটবে। ২০১০ সালের ২৬ আগস্ট এ শিক্ষক পুল গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শিক্ষকের অভাবে প্রাথমিক স্কুলে পাঠদানে যাতে বিঘ্ন না ঘটে, সেজন্য এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। ২০১১ সাল থেকে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করার কথা ছিল। এরপর অর্থ মন্ত্রণালয় প্রস্তাবটি অনুমোদন করে। তবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে গিয়ে 'শিক্ষক পুল' গঠন প্রক্রিয়া আটকে যায়। তাই দীর্ঘ দুই বছরেও অনুমোদিত শিক্ষক পুল বাস্তবায়ন করতে পারেনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, পুল গঠন প্রক্রিয়ায় ত্রুটি রয়েছে। এরমধ্যে বলা হয়েছে, ৬ মাস পর পুল বিলুপ্ত হবে। কিন্তু ৬ মাস পর শিক্ষকের পদ শূন্য হলে কীভাবে শূন্যস্থান পূরণ হবে, তা বলা নেই। পুলের শিক্ষকদের মধ্যে প্রকৃত দায়িত্বে নিয়োজিতরা চাকরিতে নিয়মিত হবেন। কিন্তু পদ শূন্য না থাকলে কীভাবে তাদের নিয়মিত করা হবে, পুলের শিক্ষকদের প্রকৃত দায়িত্বই বা কী- এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। নিয়মিতকরণে কোন বিধি অনুসরণ করা হবে, তাও বলা হয়নি।